## গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জেনে রাখা

চাইল্ডনেটের SMART (স্মার্ট - আদর্শ) নিয়ম কানুন ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে বাচ্চা ও উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা হয়েছে।

**S** **SAFE (সেইফ - নিরাপদ):** অনলাইনে বিশ্বাস করেন না এমন কাউকে তোমার ব্যক্তিগত বিবরণ যেমন তোমার নাম, ইমেইল, ফোন নাম্বার, বাড়ির ঠিকানা, অথবা স্কুলের নাম, ইত্যাদি তথ্য দেবে না। এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে নিরাপদ থাকবে।

**M** **MEETING (মিটিং - দেখা করা):** অনলাইনে কারোর সাথে সবেমাত্র জানাশোনা হয়েছে এমন কোনো লোকের সাথে দেখা করতে গেলে, তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। তোমার মা-বাবার বা অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে এই ধরনের কারোর সাথে দেখা করতে যাবে না। কেবলমাত্র মা-বাবাকে সাথে নিয়ে বা তাদের সামনে দেখা করবে।

**A** **ACCEPTING (একসেপ্টিং - গ্রহণ করা):** জানা নেই, চেনা নেই অথবা বিশ্বাস করা যায় না এমন কারোর পাঠানো ইমেইল, আই.এম মেসেইজ গ্রহণ করলে, অথবা ফাইল, ছবি বা লেখা ওপেন করলে তা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে – এগুলোতে ভাইরাস বা অনুপযুক্ত মেসেইজ থাকতে পারে!

**R** **RELIABLE (রিলায়েবোল - নির্ভরযোগ্য):** অনলাইনের ব্যক্তিটি হয়তো তার আসল পরিচয় গোপন রাখছে এবং ইন্টারনেটের তথ্য নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।

**T** **TELL (টেল - বলো):** কোনো কিছু বা কেউ অস্বস্তির বা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালে তোমার মা-বাবা, অভিভাবক অথবা তুমি বিশ্বাস করতে পারো এমন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোককে তা বলবে।

## বর্তমানে আপনি কি কি করতে পারেন

> আপনার বাচ্চার ইন্টারনেট ব্যবহারে জড়িত হোন। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা এবং ঝুঁকিগুলো নিয়ে বাচ্চাদের সাথে আলোচনা করুন। এতে কিভাবে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা সমস্যা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যাবে, ইত্যাদি বিষয় বাচ্চারা সহজে বুঝতে পারবে। আপনার বাচ্চারা SMART (স্মার্ট - আদর্শ) নিয়ম কানুন জানে কি না, তা নিশ্চিত করে নিন।

> পরিবারের সবাই বসে কি কি ব্যক্তিগত বিবরণ ইন্টারনেটে দেওয়া যাবে, ইন্টারনেটে কত সময় থাকা যাবে, এবং কার কার সাথে যোগাযোগ করা যাবে, ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু নিয়ম ঠিক করে নিন।

> অনলাইনে রেজিস্টার করার জন্য (ফর্ম পূরণ করার জন্য) একটি পারিবারিক ইমেইল এড্রেস বানিয়ে নিন।

> আপনার পরিবারের প্রিয় ওয়েবসাইটগুলো চিহ্নিত করে (বুকমার্ক করে) রাখুন। আপনার ফেবারিটস-এ (প্রিয় ওয়েবসাইটগুলোর ফোল্ডারে) www.virtualglobaltaskforce.com ওয়েবসাইটটি তুলে রাখুন। অনলাইনের অপব্যবহার সম্পর্কে কখনো পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে হলে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তা করতে পারবেন।

> বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলুন, অনলাইনের কোনো কিছুর দ্বারা দুঃখ পেলে বা কোনো কিছুর ব্যাপারে চিন্তিত থাকলে বিশ্বাসযোগ্য কাউকে যেন তা জানায়।

## আরো পরামর্শ এবং শিক্ষা সামগ্রী

চাইল্ডনেট ইন্টারন্যাশন্যাল ওয়েবসাইটে নিরাপদের সাথে ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্পর্কে বাচ্চা, মা-বাবা, টিচার, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য পরামর্শ এবং লিংক রয়েছে।

**www.childnet-int.org**

চাইল্ডনেটের চ্যাটড্যাঞ্জার ওয়েবসাইটে ইন্টারনেটে চ্যাট (আলাপন), আই.এম, অনলাইন গেইম, ইমেইল এবং মোবাইল ফোনের সম্ভাব্য বিপদগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে পাবেন কিছু সত্য ঘটনার বিবরণ এবং অনলাইনে নিরাপদের সাথে চ্যাট করা সম্পর্কে তথ্য।

**www.chatdanger.com**

চাইল্ডনেটের সর্টেড ওয়েবসাইট হলো একটি শিক্ষা সামগ্রীর ওয়েবসাইট। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লোকরা ইন্টারনেট নিরাপত্তার সাথে জড়িত উদ্বেগজনক বিষয়গুলো নিয়ে এটি তৈরি করেছেন। এতে রয়েছে ভাইরাস, প্রতারক, স্পাইওয়ার এবং ট্রোজান থেকে কম্পিউটার রক্ষা করার ব্যাপারে মুল্যবান তথ্য এবং পরামর্শ।

**www.childnet-int.org/sorted**

অনলাইনে নিরাপদ থাকা সম্পর্কে চাইল্ড এক্সপ্লয়টেশন এন্ড অনলাইন প্রোটেক্শন (CEOP) সেন্টারের ওয়েবসাইটে অনেক তথ্য রয়েছে। এই ওয়েবসাইটের সাথে ভার্চুয়্যাল গ্লোবাল টাস্কফোর্সের একটি বিশেষ লিংক রয়েছে। ঐ লিংকের মাধ্যমে বাচ্চাদের মা-বাবা এবং বাচ্চারা অনলাইনে কারোর নির্যাতন বা নির্যাতনের চেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেন, যা পুলিশ তদন্ত করবে।

**www.ceop.gov.uk**

অনলাইনের অবৈধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিযোগ করার হটলাইন হলো ইন্টারনেট ওয়াচ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট। এটি বিশেষ ভাবে বিশ্বব্যাপী বাচ্চাদের নির্যাতনের ছবি ইন্টারনেটে হোস্ট (পরিচালনা) করার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ইউ.কে-তে অশ্লীল ছবি এবং জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী উপাদান হোস্ট (পরিচালনা) করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়।

**www.iwf.org.uk**

এই নির্দেশিকা ডি.এফ.ই.এস এর অর্থ সাহায্যে বাচ্চাদের ইন্টারনেট চ্যারিটি, চাইল্ডনেট ইন্টারন্যাশন্যাল কর্তৃক রচিত।

department for education and skills
creating opportunity, releasing potential, achieving excellence

Childnet International © 2006
রেজিস্টার্ড চ্যারিটি নং 1080173
www.childnet-int.org

Childnet International

২ মিলিয়নেরও বেশি পোস্টারপত্র (লিফলেট) বিলি করা হয়েছে!

Childnet International

**www.childnet-int.org**

# ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় বাচ্চাদের প্রতি নজর রাখা...

বাচ্চাদের দ্বারা নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্পর্কে **বাচ্চাদের মা-বাবা, অভিভাবক** এবং টিচারদের জন্য একটি নির্দেশিকা

# ইন্টারনেট – সদা পরিবর্তনশীল

প্রতি নিয়ত নতুন টেকনোলজি (প্রযুক্তি) বাজারে আসছে। এর ফলে বাচ্চারা কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তা অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দ্বারাই বোঝা কষ্টকর হয়। ছেলেমেয়েরা অনলাইনে (ইন্টারনেটে) কি দেখছে এবং কি তৈরি করছে, কার সাথে আলাপ করছে বা টেকস্ট পাঠাচ্ছে, এবং কি ডাউনলোড করছে ইত্যাদির প্রতি নজর রাখা কঠিন হতে পারে।

মা-বাবা কিংবা অভিভাবক থেকে অনেক বাচ্চার আবার প্রযুক্তিতে বেশি দক্ষতা (টেকনিক্যাল স্কিল) থাকতে পারে। এরপরেও ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের পরামর্শ নেওয়া এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চাইল্ডনেটের এই নির্দেশিকা অনলাইনে নিরাপদ থাকার সাথে জড়িত বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করবে। এতে পাবেন, বাচ্চাকে দেওয়ার মতো ব্যবহারিক পরামর্শ যাতে করে সে ইন্টারনেটের অধিকাংশ ভাল জিনিস কাজে লাগাতে পারে এবং নিরাপদে ও ইতিবাচক ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে।

# সুতরাং ঝুঁকিগুলো কি কি?

ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলো হলো অনুপযুক্ত:

## C CONTACT (কন্টাক্ট - যোগাযোগ বা দেখা সাক্ষাৎ):

এমন কারোর সাথে যোগাযোগ করতে বা পরিচিত হতে পারে, যে তাকে নিপীড়ন অথবা লাঞ্ছিত করতে চায়।

> এই কথাটি বাচ্চাদের গুরুত্ব সহকারে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক দিন ধরে অনলাইনের লোকটির সাথে আলাপ করলেও এবং তাকে অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হলেও সে হয়তো তার আসল পরিচয় গোপন রাখছে, নিজের সম্পর্কে যা বলছে তা হয়তো সত্য নয়। বাচ্চারা যেন কোনো সময়ই ব্যক্তিগত বিবরণ যেমন নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদি অনলাইনে কাউকে না দেয় এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবেমাত্র পরিচয় হয়েছে এমন কারোর সাথে যেন বড়দের অনুপস্থিতিতে দেখা সাক্ষাৎ না করে। ইন্টারনেটে কেউ আপত্তিকর আলাপ শুরু করলে কার কাছে আপনার বাচ্চা অভিযোগ করতে পারবে, তা নিয়ে আপনার বাচ্চার সাথে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে নেবেন।

## C CONTENT (কন্টেন্ট - উপাদান):

অনলাইনে বাচ্চারা অশ্লীল ছবি, তথ্য সামগ্রী দেখার ঝুঁকিতে থাকতে পারে।

> ফিল্টারিং সফটওয়ার ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। পরিবারের সবার সাথে বসে বাচ্চারা ইন্টারনেটের কি কি সার্ভিস ব্যবহার করতে পারবে সে সম্পর্কে একটি পারিবারিক নিয়ম ঠিক করে নিন। কোনো অস্বস্তিকর বিষয় আসলে তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কৌশল তাদেরকে বলে দিন – যেমন একটি কৌশল হলো কম্পিউটারের স্ক্রিন অফ করে দেওয়া । ইন্টারনেটের অনেক কিছুর কপিরাইট (স্বত্ব সংরক্ষিত) থাকে। তাই কপিরাইট যুক্ত কোনো কিছু নকল বা কপি করলে, তা আইনগত দিক দিয়ে খারাপ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। ছেলেমেয়েদের জানা থাকা দরকার যে, লেখকের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিছু অনুকরণ করে তা নিজের হিসাবে চালিয়ে যাওয়া অথবা কপিরাইট ভুক্ত কোনো কিছু ডাউনলোড করা অবৈধ কাজ।

## C COMMERCIALISM (কমার্শিয়ালিজম – বাণিজ্যিক চাপ):

নিয়ন্ত্রণহীন বিজ্ঞাপন (এডভার্টাইজিং) এবং মার্কেটিং কর্মসূচীর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনে অনুপ্রবেশ করা হতে পারে।

> বাচ্চাদেরকে বলবেন, তাদের ব্যক্তিগত বিবরণ গোপন রাখার জন্য এবং অনলাইনে কারোর কাছে তা প্রকাশ না করার জন্য। পপ-আপ কিভাবে মুছে নিতে হয় এবং কিভাবে স্প্যাম ইমেইল ব্লক করতে হয় তা শিখে নেওয়ার জন্য আপনার বাচ্চাদেরকে উৎসাহ যোগাবেন। তাছাড়া অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে হলে পরিবারের সবাই যে ইমেইল এড্রেস ব্যবহার করেন সেটি ব্যবহার করতে বলবেন।

# শুধু ফিল্টার ব্যবহার করলেই কি ঝুঁকিগুলো দূর করা যাবে না?

ফিল্টারিং এবং মনিটরিং সফটওয়ার অনেক অনুপযুক্ত এবং আপত্তিকর বিষয় ব্লক করতে পারে। তবে এগুলো ১০০ ভাগ কার্যকরী নয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের জড়িত হওয়া এবং নজর রাখার বিকল্প নয়।

এই ব্যাপারে আরো পরামর্শের জন্য নিচের ওয়েবসাইটে যান: **www.getnetwise.org**

# সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এবং ব্লগিং

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বা ব্লগ ইন্টারনেটে স্থাপন করা হয়। এসব সাইটে গিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজস্ব ওয়েবপেইজ তৈরি করে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং অন্যান্যদের সাথে ধ্যান ধারণা এবং মত বিনিময় করতে পারে। এই সাইটগুলোর মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা আরো সাইটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে অন্যান্যদের সাথে অনলাইনে যোগাযোগ এবং সামাজিক মিলামিশা করতে পারে। তাই এই সাইটগুলো সহজে তথ্য বিনিময়ের এবং আলাপনের একটা পুরো নেটওয়ার্কের পরিবেশ গড়ে দেয়।

## ঝুঁকিগুলো কি কি?

ব্যক্তিগত তথ্য এবং যোগাযোগের বিবরণ কোনো একটি প্রোফাইলে (জীবন বৃত্তান্তে) থাকতে পারে, অথবা অনলাইনে আলাপ করার সময় তা প্রকাশ করা হয়ে যেতে পারে। এর ফলে অনাকাঙ্খিত লোকরা বাচ্চাদের এবং তাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে বাচ্চারা মন্তব্য বা নিজেদের কিংবা অন্যদের ছবি অনলাইনে স্থাপন করতে পারে। এগুলো থেকে তাদের বা তাদের বন্ধুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে অথবা অন্যান্যদের নিপীড়ন করার কাজে ব্যবহার করা হতে পারে।

## আপনি কি কি করতে পারেন?

এসব এপ্লিক্যাশন দায়িত্বশীলতার সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা শিখে নিন এবং বাচ্চাদেরকেও শিখান। এসব এপ্লিক্যাশনের প্রাইভেসি প্রেফারেন্সগুলো (ব্যক্তিগত বিষয়াদি গোপন রাখার উপায়গুলো) যাচাই করে নিন। বাচ্চাদেরকে জোর দিয়ে বলুন, অফলাইনে তাদের ব্লগগুলো যাতে শুধুমাত্র পরিচিতি লোকরাই ব্যবহার করতে পারে সে ব্যবস্থা করে রাখতে। ব্লগে যতটুকু সম্ভব কম ব্যক্তিগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাচ্চাদেরকে উৎসাহ দিন এবং তাদের প্রোফাইলে নিজের বা বন্ধুদের ফটো যোগ করার আগে ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করে নিতে বলুন। অনলাইনের ফটো সহজেই অনুকরণ, পরিবর্তন এবং যে কোনো খানে ব্যবহার করা হতে পারে, এবং সারা জীবন ধরে অনলাইনে থেকে যেতে পারে।

বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে যান: **www.childnet-int.org/blogsafety**

## আরো পরামর্শ এবং শিক্ষা সামগ্রী

চাইল্ডনেট মা-বাবাদের জন্য বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করে। আপনার বাচ্চার স্কুলেও এই সেমিনারের আয়োজন করা যাবে। তাছাড়াও চাইল্ডনেটের কিডস্মার্ট ওয়েবসাইটে আরো পরামর্শ এবং শিক্ষা সামগ্রী রয়েছে, দেখুন: **www.kidsmart.org.uk/parents.**

প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চাইল্ডনেট অনেক প্রচারপত্র (লিফলেট) প্রকাশ করেছেন। **www.childnet-int.org/order** ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা চাইল্ডনেটকে **020 7639 6967** নাম্বারে ফোন করে কিংবা **info@childnet-int.org** ঠিকানায় ইমেইল পাঠিয়ে প্রচারপত্রগুলো পাঠানোর অনুরোধ জানাতে পারবেন।

# ডাউনলোড করা, পি 2পি এবং ফাইল-শেয়ারিং

## পিয়ার-2-পিয়ার (Peer-2-Peer (P2P)) কি?

পি 2 পি সফটওয়ার ডাউনলোড করে ফাইলশেয়ারিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একাধিক কম্পিউটারে ফটো, ভিডিও, গান বাজনা, সফটওয়ার এবং গেইম সরাসরি বিনিময় করা যায়।

## এটা কি বৈধ?

রচয়িতার অথবা মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে কপিরাইট যুক্ত কোনো কিছু অনলাইনে ডাউনলোড করা আইনত অবৈধ। অনেক ওয়েবসাইটে ফাইলশেয়ারের অনুমতি থাকে যেগুলো থেকে ডাউনলোড করলে তা বৈধ হবে।

## ব্যক্তিগত গোপনতা এবং নিরাপত্তার প্রতি কি কি ঝুঁকি থাকতে পারে?

আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে ফাইল শেয়ার করলে আপনার কম্পিউটার স্পাইওয়ার, ভাইরাস এবং অনুপ্রবেশকারী প্রোগ্রামের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। সুপরিচিত ওয়েবসাইটে গিয়ে এবং ফায়ারওয়াল ও এন্টি-ভাইরাস সফটওয়ার ইনস্টল করে নিয়ে আপনার কম্পিউটার ও ব্যক্তিগত ফাইলপত্র ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করুন।

## অনুপযুক্ত তথ্যসামগ্রী এবং অনাকাঙ্খিত লোকদের সাথে যোগাযোগের ঝুঁকি আছে কি?

ইন্টারনেটের সব উপাদানগুলোর মধ্যে ফাইল শেয়ারিং নেটওয়ার্ক সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রিত। এগুলোতে অশ্লীল ছবি, লেখা এবং অনুপযুক্ত বিষয় থাকতে পারে এবং অনেক সময় এগুলো বিভ্রান্তিকর নামের ফাইলে থাকে। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য বাচ্চাদেরকে বৈধ সাইটগুলো থেকে ডাউনলোড করার নির্দেশ দিন।

বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে যান: **www.childnet-int.org/music**

# মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট

বর্তমানে অধিকাংশ মোবাইল ফোনেই ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। তাই অনলাইনে নিরাপদ থাকার বিষয়টি মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হয়।

মোবাইল ফোন ছেলেমেয়েদের সামনে যোগাযোগের, পারস্পরিক ধ্যান ধারণা আদান প্রদানের এবং চিত্তবিনোদনের সুযোগ এনে দিলেও আপনার অজান্তে ছেলেমেয়েরা অনুপযুক্ত উপাদান, ছবি দেখা কিংবা ব্যবহার করা এবং তা বন্টন করা এবং একই সাথে অপরিচিত লোকদের সাথে আলাপ করার ঝুঁকিতে থাকতে পারে।

বাচ্চাদের কাছে অপমানকর অথবা অশ্লীল টেকস্ট মেসেজ পাঠানো হতে পারে, বাণিজ্যিক মোবাইল ফোনের চাপে পড়ে কোনো ফোনলাইন ব্যবহার করার পর বিরাট অংকের ফোন বিলের সম্মুখীন হতে পারে।

বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বোঝাবেন যে, অনলাইনে অথবা বাস্তব জীবনে অপরিচিত কোনো লোককে মোবাইল ফোনের নাম্বার দেওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া নিরাপদে এবং দায়িত্বশীলতার সাথে কিভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হয়, তাও তাদেরকে দেখিয়ে দেবেন।

আরো পরামর্শের জন্য এই ওয়েবসাইটে যান: **www.chatdanger.com/mobiles**